দশম অধ্যায়

লোকনাটকের কাছে প্রত্যাশা

উত্তরবঙ্গের ছয়টি জেলার লোকনাটকের নানা দিক অন্তরঙ্গভাবে উপলব্ধি করার পর আমরা জেনেছি, লোকনাটক লোকজীবন ও লোকমানসের শিল্পীত বিকাশ। আমরা এও জেনেছি যে, লোকনাটকঅতিতের মায়ামৃগ নয়। বাংলার উত্তরাঞ্চলে লোকনাটকএখনও এক জীবন্ত শিল্পমাধ্যম। এ লোকজীবনে আনন্দ বর্ধন করে, লোকশিক্ষার দায়িত্ব পালন করে। লোকনাটক তাই এই অঞ্চলের জনজীবনে প্রতিষ্ঠিত।

ধনবাদী সভ্যতা আজ গ্রামেও অভিসারের নামে অভিযান চালাচ্ছে। গোষ্ঠীজীবন আজ বিপন্ন। স্বার্থে স্বার্থে বেঁধেছে সংঘাত। তবু গ্রাম আর শহরতো এক নয়। এক নয় শহুরে জীবন আর গ্রামীণ জীবনযাত্রা।

আধুনিক বাংলা নাটক শহুরে শিক্ষিত সমাজের সৃষ্টি। এতে রয়েছে বিদেশী অনুকরণ। তাই দেশজ চিন্তাচেতনা বৃহত্তর জনসমাজে পৌঁছে দিতে পারে না আধুনিক নাটক। কিন্তু লোকনাটক কখনই তার দেশজ চিন্তা ও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি। দেশজ সংস্কৃতির ঐতিহ্য প্রবাহিত রয়েছে লোক-সমাজে। তাই লোকনাটক দেশজ ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে চলেছে। অবশ্য এই ঐতিহ্য হুবহু অতীতের অনুসরণও নয়।

এ দেশের লোক-সমাজ গ্রামীণ পরিবেশে আবদ্ধ। দেশীয় সামন্ততন্ত্র, পরে ইংরাজ ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এদেশে আধা সামন্ততান্ত্রিক শক্তির সাহায্যে এদেশের লোকসমাজকে অশিক্ষা, অবিদ্যা ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখে দেশের ঐতিহ্য সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণায় সৃষ্টি করেছিল এবং লোকমানসকে বিযাক্ত করে তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু লোকশিল্পীরা এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে লোক-জীবনকে এবং লোকমানসকে রক্ষার প্রয়াসী হয়েছিল। এখনও লোকনাটক সমাজ সচেতন হয়ে দেশজ চিন্তা-চেতনা ও ঐতিহ্য রক্ষা করে চলেছে। গ্রামীণ কৃষিজীবি মানুষ, ক্ষেতমজুর, বর্গাদার, দিনমজুর, কুটির শিল্পী, ক্ষুদ্রব্যবসায়ী ইত্যাদি বিচিত্র জীবিকার মানুষেরা লোকনাটককে রূপায়িত করেছে এবং রূপায়ণে সাহায্য করেছে।

লোকনাটকের প্রতিভাবান শিল্পীরা বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে জীবনের দ্বন্দ্বকে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িক নিরপেক্ষতা নিয়ে নাটকে বিকশিত করে তোলেন। এই সব নাটকে লোক-জীবনের দুঃখ, সুখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা মূল্য পায়। লোকনাটকের যে কাহিনীই হোকনা কেন তা লোকজীবনে সত্যমূলক হয়ে দেখা দেয়। পুরাণ-কাহিনী, প্রচলিত উপাখ্যান, লোকজীবনের কোন সামাজিক ঘটনা ইত্যাদির যে-কোন কাহিনীই লোকনাটকে নাট্যরূপ পাক না কেন তাতে লোক জীবনের উত্তপ্ত আবেগের স্পর্শ থাকেই। তাই লোকনাটক লোক-সাধারণের মনোরঞ্জনের মাধ্যমে হলেও তা গণশিক্ষার মাধ্যমরূপেও দেখা দেয়। আধুনিক নাটক এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী। আধুনিক নাটক- সমাজসচেতন হলেও তার গ্রহণ যোগ্যতা কতটা ? অনেক সময়ই নাটকের সমস্যাটির সঙ্গে সাধারন মানুষের যোগ খুব কমই থাকে। এই সব "মঞ্চসফল" নাটকের সামাজিক

উপযোগিতা কতটা? নাটক হিসেবে দুর্বল হলেও "নীলদর্পণ" সাধারণ মানুষের কথা বলেছে বলে জনপ্রিয় হয়েছিল। আজকের নাটক বড়ই মিহি বাস্তব। মঞ্চনাটকের এই সীমাবদ্ধতা লোকনাটকে নেই।

"বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে সারা দেশের (কখনও কখনও বা সারা দুনিয়ারও) কথা স্মরণে রেখে এবং ক্ষুদ্রতর পটভূমিকায় নিজের অঞ্চলের বা গ্রামের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বহুবিধ অপহ্নবকে বিজ্ঞাপিত করেন এই লোক-নাটকগুলির শিল্পীরা। বিজ্ঞাপিত করেন মূলত তাদেরই মতো খেটেখাওয়া দরিদ্র মানুষের কাছে; তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিজেদের মানসিক শক্তি বর্দ্ধনের একটি অভীপ্সাও হয়ত থাকে বা।" (১)

লোকনাটক দেখে লোকায়ত গ্রামীণ দরিদ্র দর্শকবৃন্দ তাদের জীবন-যন্ত্রণা, শোষণ-বঞ্চনার কথা বুঝতে পারেন। এর ফলে তাদের মধ্যে সংহতিবোধ ও সংগ্রামী চেতনার জাগরণ ঘটে। লোকনাটকের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব। লোকনাটক লোক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সেতু। এ সেতু গ্রামীণ মানুষের বাঁশের সাঁকো হতে পারে কিন্তু খুবই কার্যকরী। উত্তরবঙ্গের গ্রামের মানুষ এই লোকনাটক থেকে ঐক্যবদ্ধ মনোভাব পোষণ করেন। এ তাঁর জীবনের শরিক, প্রাণের আরাম।

লোকনাটকের মাধ্যমে প্রাক্‌স্বাধীনতাকালে স্বদেশী আন্দোলন, সত্যাগ্রহ, ভারত ছাড় আন্দোলন, আজাদহিন্দ, তেভাগা আন্দোলন ইত্যাদি প্রচারিত হয়েছে। আধুনিক কালে অর্থাৎ স্বাধীনোত্তর কালে বেকার সমস্যা, দেশভাগ, কালোবাজারী, জোতদারী অত্যাচার, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, সাক্ষরতার অভিযান, পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ ইত্যাদি লোকনাটকের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। একই নাট্যকাঠামোর মধ্যে কেবল ঘটনার পরিবর্তন হয়েছে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে এবং এ পরিবর্তন লোকনাটকের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যও বলা যায়।

আধুনিক কালে রাজনৈতিক প্রচারের জন্য পোস্টার ড্রামা করা হয় এবং এই পোস্টার ড্রামা গণসংযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে ধরা হয়। গণসংযোগের দিক থেকে লোকনাটকের সঙ্গে পোস্টার ড্রামার মিল আছে। কিন্তু পোস্টার ড্রামার উগ্র উদ্দেশ্যমূলকতা লোকনাটকে নেই। লোকনাটক মানুষের হয়ে স্বাভাবিকত্ব বজায় রেখে, নাটকীয়তাকে বজায় রেখে লোকশিক্ষা দেয়। পোস্টার ড্রামা লোকনাটকের এই বৈশিষ্ট্য কতটা গ্রহণ করতে পারে তা বিবেচ্য।

উত্তরবঙ্গের লোকনাটকের আর একটি দিক লক্ষ্য করা যায় সেটি হল বিদ্রূপাত্মক বা তির্যক প্রতিবেদনের ভূমিকা। সংবাদপত্রে যেমন কার্টুন ব্যবহার করা হয় তেমনি লোকনাটকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক চরিত্র থাকে। বিশেষ করে দোয়ারী এই চরিত্রের অভিনয় করে থাকে। লোক-সাংবাদিকতাও আসে এইভাবে।

লোকনাটকের উপস্থাপনার মধ্যে রয়েছে সহজ আড়ম্বরতা; ফলে লোকায়ত গ্রামীণ দর্শকদের মনের সঙ্গে লোকনাটকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সহজ সংযোগ ঘটে। কুশীলবগণ দর্শকদের অতি নিকটের এবং পরিচিতিও বটে, তাই নাট্য-চরিত্রের সঙ্গে দর্শকদের মানসিক সংযোগ সহজেই হয়ে থাকে।

আমাদের দেশের শতকরা ৭০ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। এই বিপুল জনসাধারণের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক উন্নয়নের সরকারী বেসরকারী প্রচেষ্টার প্রচার সহজভাবে করা যায় লোকনাটকের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে।

লোকনাটক অন্যের মজুরী করে না। লোকজীবনের সত্যই লোকজীবনের বিষয়বস্তু। লোকনাটকই কেবল পারে বঙ্গভূমিতে বঙ্গভূমির প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে।

লোকশিল্পীদের আর্থ-সামাজিক জীবনের পটভূমিতে তাদের অবস্থার বিচার-বিশ্লেষণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ১৯৮১ সনে পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্পীদের জীবন ও জীবিকার উপর একটি ওয়ার্কশপ করেছিলেন। সেখানে দশটি জেলার লোক-শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই ওয়ার্কশপ থেকে লোকশিল্পীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার একটি স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন বছরগুলোতে জেলায় জেলায় লোক-সংস্কৃতি উৎসব উদ্‌যাপিত করে

লোকশিল্পীদের সম্মানিত করা হয়। এর মধ্যে লোকনাটক যথেষ্ট মূল্য পায়। ১৯৯০ সনে মালদহ জেলায় প্রথমে লোকনাট্য উৎসব সরকারীভাবে উদ্‌যাপিত হয়। তাছাড়া লোকনাটকের ওয়ার্কশপ বিভিন্ন জেলায় সরকারী ভাবে করা হয়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পঞ্চায়েত স্তর থেকে লোক-সংস্কৃতির সংগ্রহ, অনুশীলন, প্রচার ও প্রসারের জন্য কিছু আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং "লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র" (মধুসূদন মঞ্চ, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা-৭০০০৬৮) নামে একটি স্বশাসিত সংস্থা, উন্নয়ন, অনুশীলন, প্রচার ও গবেষণার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে রূপায়িত করার উৎসাহ দেবে এবং সাহায্য করবে। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী লোকসংস্কৃতির উন্নয়নকল্পে পঞ্চায়েত স্তর থেকে কাজ হবে।

লোক-সংস্কৃতির প্রতি মনোযোগ লোকনাটকের প্রতিও মনোযোগ। উত্তরবঙ্গের লোকনাটক লোকজীবনকে এখনও ঐক্যবদ্ধ রেখেছে মূলের অনুসন্ধানে, সত্যের অনুসন্ধানে। আজকের গ্রাম-জীবনে উঁকি দিচ্ছে অশুভ নাগরিক সভ্যতা। গ্রাম নিশ্চয়ই শতবর্ষ আগের গ্রাম নেই। কিন্তু মহানন্দা-তিস্তা-জলঢাকা-তোর্ষা-কালজানির তীরে তীরে যে অসংখ্য গ্রাম আজও তার সনাতন দারিদ্র্য ও মূল্যবোধ নিয়ে বেঁচে আছে সেই অঙ্গনেই ঐতিহ্য-লালিত লোকনাটকের আসর। একাল তাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করতে এলে সে বলবে—আমি আছি, আমি থাকবো। উত্তরবঙ্গের এই লালনভূমিতে বাংলার লোকনাটক ভালভাবেই বেঁচেআছে-অবিশ্বাসীগণ এসে পরখ করে দেখে যেতে পারেন।

তথ্যসূত্রঃ

(১) পল্লব সেনগুপ্ত-বাংলার লোকনাট্য, তার দর্শক সমাজ ও গণসংযোগ মাধ্যম। (লোকশ্রুতি, ডিসেম্বর, ১৯৮৬) পৃ ৯৮ :